মেহেরপুর ও গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৬

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ ও চুরির মামলায় ২ জন আসামি। এছাড়া গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও নিয়মিত মামলায় ১ আসামি রয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতের পৃথক সময়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন। পুলিশের সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালিত

“তথ্যের অবাধ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব “ প্রতিপাদ্য নিয়ে র্যালী ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই আলোচনা সভা ও র্যালী অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসানের সভাপতিত্বে ও আরডিসি

মোছা: রনী খাতুনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত “তথ্যের অবাধ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব “শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি, মেহেরপুর তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন ।

এর আগে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালী বের হয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের সড়ক প্রদক্ষিন শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় দুই ব্যক্তির দণ্ড

মেহেরপুর পৃথক দুটি মাদক মামলায় অপরাধ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ও অর্থদন্ড প্রদান করেছে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ’র আদালত। একই সাথে আসামিরা পলাতক থাকায় তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির নির্দেশ প্রদান করেন আদালত।

দণ্ডিতরা হলেন, মেহেরপুর পৌরসভার চক্রপাড়া আঃ জলিলের ছেলে মোঃ রাজু ও নতুন পোস্ট অফিসপাড়া এলাকার মৃত ইউনুসের ছেলে মোঃ জনি।

মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ১ম আদালতের বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ’র আদালত এই রায় দেন।

আদালত সুত্রে জানা গেছে, জি,আর ৪০০/২১ নম্বর মামলার আসামি মো. রাজুকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায় আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং অপর একটি জি,আর ১৬/১৮ মামলার আসামী মো. জনি কে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছেন আদালত।

স্বামী প্রধান শিক্ষক হওয়ায় স্কুলে যাননা সহকারী শিক্ষক

স্বামী প্রধান শিক্ষক তাই দিনের পর দিন স্কুলে অনিয়মিত সহকারী শিক্ষক আনোয়ারা খাতুন। স্কুলে তার দেখা মিলে শুধুমাত্র অনুষ্ঠানে। অভিযোগ রয়েছে প্রধান শিক্ষক স্বামীর সাহায্যে বাড়িতে বসে নিয়মিত শিক্ষক হাজিরা খাতায় স্বাক্ষরও করেন। বাড়িতে বসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে এভাবেই বিদ্যালয়ে শতভাগ উপস্থিতি দেখিয়ে বেতন তুলে নিচ্ছেন তিনি।

ঘটনাটি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার এইচ এস কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আনোয়ারা খাতুনের। তাঁর স্বামী ওই একই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আসাদুজ্জামান। স্বামী প্রধান শিক্ষক হওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এমন অনিয়ম দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন আনোয়ারা খাতুন। স্কুলের ক্লাস রুটিনে সপ্তাহে মাত্র দুটি ক্লাসে তার নাম থাকলেও সেসব ক্লাস নিচ্ছে ওই স্কুলের অন্য শিক্ষকরা। এ নিয়ে অন্য শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও আনোয়ারা খাতুনের স্বামী আসাদুজ্জামান প্রধান শিক্ষক হওয়ায় তাদের দাপটে মুখ খুলতে ভয় পায় শিক্ষকরা।

আর শিক্ষার্থীরা আনোয়ারা খাতুন নামের একজন শিক্ষকের কথা জানলেও তাকে শেষ কবে দেখেছে তা সঠিক ভাবে মনে করতে পারেনা। অষ্টম শ্রেণির একজন ছাত্রী জানান, আনোয়ারা ম্যাডাম ক্লাস সিক্সে আমাদের ক্লাস নিয়েছে কয়েকদিন তারপর তাকে স্কুলে আমরা সেভাবে দেখিনি।

নবম শ্রেণির একজন ছাত্র জানান, আনোয়ারা ম্যাডাম শুধুমাত্র অনুষ্ঠানে আসেন। তিনি আমাদের কোন ক্লাসও নেয়না।

দশম শ্রেণির কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, তিনি মাঝেমধ্যে স্কুলে আসেন কোন প্রয়োজন হলে। আনোয়ারা ম্যাডাম নিয়মিত স্কুলে আসেনা কেন এরকম কথা হলে হেডস্যার বলেন অসুস্থার জন্য ছুটিতে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তার অনিয়মিত স্কুলে আসা নিয়ে কোন ছাত্রছাত্রী মুখ খুললেই তার জন্য কঠিন শাস্তি হবে এরকম ভয়ে প্রকাশ্য আমরা কেউ

বলতেও পারিনা।

স্কুলে না আসার বিষয়ে জানতে আনোয়ারা খাতুনের সঙ্গে মুঠোফোনে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন অফিস থেকে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

স্কুলটির প্রধান শিক্ষক ও আনোয়ারা খাতুনের স্বামী আসাদুজ্জামানের কাছে জানতে চাইলে টিফিন পিরিয়ডে ক্লাসে থাকার অজুহাতে ফোন কেটে দেন তিনি। পরে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন অফিস থেকে তাকেও একাধিকবার ফোন ও পরিচয় দিয়ে বিষয়টি জানতে চেয়ে এসএমএস পাঠালেও তিনি সাড়া দেননি।

স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হাফিজুর রহমান বলেন, বিষয়টি আমি অবগত রয়েছি এবং অভিযোগ শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। সরকারের বেতন নিবে সে কিন্তু স্কুলে যাবেনা এটা কোন কথার মধ্যে পড়ে না। আমিও জেলা শিক্ষা অফিসারকে বিষয়টি বলবো।

মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো: আব্বাস উদ্দিন বলেন, কয়েকদিনের মধ্যে আমি সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবো।

মেহেরপুরে মোটরসাইকেল জিম্মা নিতে এসে কারাগারে গেলেন মালিক

মোটরসাইকেল নিজের দাবি করে তা নিজ জিম্মায় নিতে এসে কারাগারে যেতে হলো মোটর সাইকেলের মালিক মো: আলাউদ্দিনকে।

আজ মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ’র আদালত এই আটকাদেশ প্রদান করেন।

আদালত সুত্রে জানা গেছে, গত ১ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের ছাতিয়ান নামক স্থানে বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেলের সাথে দূর্ঘটনায় আ: রহিম নামে এক ব্যাক্তি মারা যায়। তার ভাই মো:

নাজির হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা মোটর সাইকেল চালকের বিরুদ্ধে মামলা দয়ের করেন।

সড়ক দুর্ঘটনার পর মোটর সাইকেলটি পুলিশ জব্দ করলেও আসামি পলাতক ছিল। আজ মঙ্গলবার মোটরসাইকেলের মালিক মো: আলাউদ্দিন আদালতে হাজির হয়ে নিজেকে মোটর সাইকেলের মালিক দাবি করে মোটর সাইকেলটির জিম্মার আবেদন করেন। মালকানা সংক্রান্ত সব কাগজপত্র থাকাতে জিম্মার আবেদন মঞ্জুর করে আদালত। সেইসাথে যেহেতু জিম্মার আবেদনকারী নিজেই মোটর সাইকেলটির মালিক এবং একই মোটরসাইকেল দিয়ে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেহেতু অপরাধের সাথে মো: আলাউদ্দিনের সংশ্লিষ্টতা থাকার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় আদালত তাকে আটক রাখার নির্দেশ দেন।

পরবর্তীতে মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা এই ব্যাক্তির দ্বারাই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে তাকে মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করলে আদালত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও আবেদন পর্যালোচনা করে মোটর সাইকেলটির মালিককে গ্রেফতার দেখিয়ে জেল হাজতে প্রেরনের নির্দেশ দেন।

মেহেরপুর ডিবির জালে গাঁজা চাষী গাংনীর ভল্টা ও চলটা

গাঁজা গাছসহ মোঃ মোকাদ্দেস ওরফে ভল্টা (৪৫) নামের এক গাঁজা চাষীকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। আটক মোকাদ্দেস হোসেন গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামের মৃত জিহাদ আলীর ছেলে। ভল্টার সহযোগী ও সহোদর মোঃ আমানুল্লাহ ওরফে চলটা (৩৫) পলাতক।

আজ মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে তিনটার সময় মোকাদ্দেস ওরফে ভল্টার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছসহ তাকে আটক করে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের একটি টিম। ডিবি সুত্রে জানা গেছে এসময় ১ টি গাঁজার কাঁচা গাছ জব্দ করা হয়। ডাল ও পাতাসহ কাঁচা অবস্থায় জব্দ করা গাঁজা গাছটির উচ্চতা সাড়ে ১২ ফুট এবং ওজন ৭ কেজি ২০ গ্রাম। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় বাহাত্তর হাজার টাকা।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলম বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মোকাদ্দেস ওরফে ভল্টার বাড়িতে অভিযান চালানো হলে, বাড়ির দক্ষিণপাশে গিয়ে গাঁজা গাছটি দেখতে পেয়ে গাঁজা চাষী মোকাদ্দেস ওরফে ভল্টাকে আটক ও গাছটি জব্দ করা হয়। অভিযানের খবরে ভল্টার সহযোগী ও সহোদর চলটা আত্মগোপনে রয়েছে। এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দুইজনকে আসামি করে একটি মামলা দিয়ে তাকে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।’

গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির মাসিক সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভা

মেহেরপুরের গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) আয়োজিত সমন্বিত কৃষি ইউনিট এর কৃষি খাতের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমতিরি প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপত্বি করেন সংস্থার উপপরিচালক মোহা: কামরুল আলম।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোহাঃ ইমরান হোসেন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা খন্দকার সহিদুর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: মোঃ আরিফুল ইসলাম।

উপজেলা সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রদর্শনী, যথাক্রমে কৃষি, মৎস্য,ও প্রাণিসম্পদ খাতের প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনা করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগন বিভিন্ন প্রদর্শনীর আলোকে তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ ও কারিগরি সহযোগিতা সহ সামগ্রীক বিষয় নিয়ে গঠন মূলক আলোচনা ও পর্যালোচনা করে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত সমস্যা নিরশন নিয়ে আলোচনা করে দিক নির্দেশনা প্রদান

করেন।

অন্যদের মধ্যে পলাশীপাড়ার সমাজ কল্যান সমিতির বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা, সার ব্যবসায়ী, বীজ ব্যবসায়ী, সাংবাদিক এবং সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কর্মকর্তা ও সহকারী কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর ও গাংনী থেকে হাজারও নেতা কর্মী খুলনার পথে

সরকার পতনের এক দফা দাবিতে বিএনপির রোড মার্চে গাংনী থেকে খুলনা অভিমুখে সকাল সাড়ে ৭ টার সময় বাস, ট্রাক, মাইক্রোবাস ও মোটরসাইকেল যোগে হাজার হাজার নেতা কর্মী রওনা হয়েছে। রোড মার্চকে ঘীরে সকাল সাড়ে ৭ টার সময় কয়েক হাজার নেতা কর্মী গাংনী বাজারে এসে জড়ো হয়।

এদিকে রোডমার্চ সফল করতে ঝিনাইদহের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছেন মেহেরপুরের বিএনপির নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে কয়েক হাজার নেতাকর্মী মেহেরপুর জেলা থেকে ঝিনাইদহের উদ্দেশ্যে বাস, ট্রাক, মাইক্রোবাস ও মোটরসাইকেলে যাত্রা শুরু করেন।

বিএনপির এক দফা দাবীতে গাংনী উপজেলা শহর থেকে রওনা হওয়া গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বলেন, বিএনপির বিভাগীয় রোডমার্চ সফল করার জন্য আমরা যে যেভাবে পারছি খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। উৎসবমুখর পরিবেশে আমরা এ সমাবেশ সফল করতে পারব বলে আশা করছি।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন, বিভাগীয় রোডমার্চ ও সমাবেশ সফল করার জন্য আমরা সব রকমের প্রস্তুতি নিয়েছি। সকাল থেকেই জেলা শহর ছাড়াও গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মীরা সমাবেশস্থলে জড়ো হচ্ছেন। যথা সময়ে সমাবেশ শুরু হবে। সমাবেশকে ঘিরে আমাদের কোনো সংশয় নেই।

এদিকে সকাল সাড়ে ৭ টার সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ও গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে নেতা কর্মী খুলনা অভিমুখে।

প্রসঙ্গত, বিএনপির খুলনা বিভাগীয় রোড মার্চ আজ মঙ্গলবার। সকাল ১০টায় ঝিনাইদহ থেকে এই রোডমার্চ শুরু হবে। মাগুরা, যশোর জেলার ১৬০ কিলোমিটার সড়ক ঘুরে শেষ হবে খুলনা নগরীর জিয়া হল চত্বরে। সেখানেই সমাপনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এই সমাবেশকে ঘিরে অতীতের সবচেয়ে বড় জমায়েতের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে বিএনপি। সকাল ১০টায় ঝিনাইদহে রোড মার্চের উদ্বোধন করবেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। মাগুরা ও যশোর হয়ে রোড মার্চ খুলনায় পৌঁছাবে বিকেলে। পথে চারটি পথ সভায় কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য রাখবেন। রোড মার্চের সমাপনী সমাবেশ খুলনার শিববাড়ি মোড়ে অনুষ্ঠিত হবে।

গাংনীর সীমান্তে মাদকের সয়লাব, অভিযোগ ইউপি চেয়ারম্যানদের

গাংনীর সীমান্ত এলাকা এখন মাদকে সয়লাব হয়ে পড়ছে। যেখানে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় মাদকের স্বর্গরাজ্য। শহরের উঠতি বয়সি তরুনরা মোটরসাইকেল যোগে সীমান্তে গিয়ে মাদক নিয়ে আবারও ফিরে আসছেন। এসব তরুন মাদকসেবিদের আটক করে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে সাজার ব্যবস্থা অথবা ডোব টেস্টের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। খোদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ প্রশাসনের কাছে এই আবেদন জানান।

আজ মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) গাংনী উপজেলা মাসিক আইনশৃংখলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মিটিং এ এই আহবান জানান তারা।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক আইন শৃংখলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের

সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক। বিশেষ অতিথি ছিলেন, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী।

উপস্থিত ছিলেন, গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজ কুমার নন্দী, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলী, মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু, তেঁতলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু প্রমুখ। এসময় সরকারি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, র্যাব, বিজিবি, ইফার প্রতিনিধি, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন দফতরের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাসিক মিটিং এ সীমান্তবর্তি তেঁতুলবাড়িয়া চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, কাজিপুর ইউপি চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ ও মোহনা টিভির জেলা প্রতিনিধি ফারুক আহমেদ এলাকার মাদকের ভয়াবহতা তুলে ধরেন। তারা র্যাব, বিজিবি ও পুলিশকে আরও সক্রিয় হয়ে দায়ীত্ব পালনের জন্য অনুরোধ জানান। মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ বলেন, সামনের জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনকে অস্থিতিশীল করার জন্য এক শ্রেনীর মানুষ সীমান্ত দিয়ে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র আমদানি করতে পারে। এই স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রশাসনকে সচেতন থাকারও অনুরোধ জানান।

পরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু বিষয়টি গুরত্বের সাথে দেখে পুলিশ, র্যাব ও বিজিবিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে অনুরোধ জানান।

মেহেরপুরে বিসিএস সাধারণ

শিক্ষা সমিতির সংবাদ সম্মেলন

দীর্ঘদিন ধরে নানা বঞ্চনা ও বৈষম্যের অভিযোগ তুলেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় এবার কর্মবিরতিতে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতারা।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতৃবৃন্দ দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরেও সংবাদ সম্মেলন করে তাদের দাবি ও পরবর্তী কর্মসূচীর ঘোষণা দেন।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিসিএস শিক্ষা সমিতির সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু বলেন, প্রধানমন্ত্রী সকল ক্যাডারের জন্য সুপার নিউমারি পদে পদোন্নতি দিয়ে ক্যাডার বৈষম্য নিরসনের নির্দেশনা দিলেও তা পালিত হয়নি, আন্ত ক্যাডার বৈষম্য নিরসনের নির্দেশনা বারবার দেওয়া হলেও সে নির্দেশনা মানা হচ্ছে না। শিক্ষা ক্যাডারের গ্রেড উন্নয়নের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাও কার্যকর করা হয়নি।

তিনি দাবী জানিয়ে বলেন, শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকালকে নন ভেকেশন সার্ভিস ঘোষণা কেও পূর্ণ গড় বেতনে অর্জিত ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে শিক্ষা ক্যাডার নিয়ন্ত্রিত জেলা ও উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তিনি বলেন, এসকল দাবী নিয়ে কেন্দ্রীয় বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নির্দেশনা অনুযায়ী ২ অক্টোবর সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুরেও এক দিনের কর্মবিরতি পালন করবেন তারা। এই কর্ম বিরতি শুধুমাত্র সরকারি কলেজগুলোতে পালন করা হবে। এরপরও দাবি পূরণে দৃশ্যমান অগ্রগতি না হলে আগামী ১০, ১১ ও ১২ অক্টোবর টানা তিন দিনের কর্মবিরতি পালন করা হবে।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতুর নেতৃত্বে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শফিউল ইসলাম সরদার, সহযোগী অধ্যাপক ও বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মেহেরপুর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক খেজমত আলী মালিথা, সহযোগী অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, সরকারী অধ্যাপক মইনুল ইসলাম, সিরাজ উদ্দিন, নজির

[illegible]